দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 09 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

চক্রে বাঁধা ভর্তিযুদ্ধ

দেশ যখন উন্নয়নের পথে যায় না, একটি চাকায় বাঁধা থাকে তখন সম্পাদকীয় কলামে কিছু কিছু সম্পাদকীয় রীতি হয়ে দাঁড়ায়। বছর ঘুরে দাঁড়ালে বা একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সেটা লিখতে হয়। রাজধানীর স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ তেমন একটি বিষয়। প্রতিটি বছরের শুরুতে এটা লিখতে হয়। কারণ প্রতি বছর এই সমস্যা তার আগের বছরের থেকে আরও প্রকট হয়ে সামনে আসে। তখন একে অস্বীকার করার কারও কোন উপায় থাকে না। যে ভুক্তভোগী সে যেমন ভুগতে থাকে তেমনি মিডিয়াকে এই সত্য তুলে আনতে হয় জনগণের সামনে। তবে জনগণও জানে এটাই রীতি। বছরের প্রথমে এটাই ঘটবে। এখানেই এ ঘটনার নিয়তি বাধা। সরকারে যখন যাঁরা থাকেন তাঁরা এ বিষয়টি নিয়ে মনোযোগী হয়েছেন এমনটি অন্তত গত আড়াই দশক পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে না।

অথচ কেন এই সমস্যাটি? কেন জাতির অনেক বাঁধা নিয়তির ভেতর এটা একটি? আসলে এর মূল শিকড় দুই জায়গায় মাটিতে পেড়ে গ্রোথিত। এক, দেশের অর্থনীতিতে। দুই, দেশের শিক্ষানীতিতে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন পিছিয়ে আছে, তেমনি এটা কোন মতেই বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে না। দেশের গোটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জড়ো হয়ে আছে রাজধানী শহরে। যে কারণে প্রতিদিন এই রাজধানী শহরেই মানুষ ভিড় জমায়। যার ফলে এই শহরে মানুষের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অথচ এখানে এমন কোন সুযোগ-সুবিধা তৈরি হয়নি যে এক কোটি মানুষ এই শহরে বাস করতে পারে। তা ছাড়া এক কোটি মানুষের ভেতর থেকে প্রতিবছর যে পরিমাণ শিক্ষার্থী বের হবে তাদের শিক্ষা দেবার কোন কাঠামো এখানে তৈরি হয়নি। যার ফলে যখন এই শহরে কয়েক লাখ মানুষ ছিল তখন যে শিক্ষা কাঠামো ছিল তার ওপরই চাপ পড়ছে। তাছাড়া প্রশাসনের ও ব্যবসায়ের সকল কেন্দ্রবিন্দু এখানে হওয়াতে ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা এখানেই বাস করতে বাধ্য হন। তারা সব সময়ই চাইবেন তাদের ছেলেমেয়ে ভাল শিক্ষা পাবে। এ কারণে যেটুকু ভাল শিক্ষা দেবার কাঠামো এখানে আছে তার ওপর গিয়েই সব চাপ পড়ে। দেশের অর্থনীতি যদি শক্ত হতো, দেশজুড়ে যদি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হতো তাহলে মানুষ এতদিনে সারাদেশে নানান কাঠামো গড়ে তুলত তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে শিক্ষা কাঠামোও গড়ে উঠত। এর পাশাপাশি দেশের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খাত থাকে শিক্ষা খাত। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, এই শিক্ষা খাত গত প্রায় তিন দশক ধরে চলছে সত্যিকার কোন শিক্ষানীতি ছাড়া। স্বাধীনতার পর পরই কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি তৈরি করেছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যকর করার সব প্রক্রিয়া থেমে যায়। এর পরে অনেক সরকার এসেছে। তারা লোকদেখানো একটি শিক্ষানীতি করেছে। কিন্তু কেউই কোনটা কার্যকর করেনি। তাই সত্যিকার অর্থে গত তিন দশক দেশ চলছে কোন শিক্ষানীতি ছাড়া। শিক্ষানীতি ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা চললে যা হয় তাই হয়েছে। সাজানো বাগানের বদলে এখানে একটি আগাছাসমৃদ্ধ জঙ্গল গড়ে উঠেছে। এ জঙ্গলে পথ চলতে গেলে অবশ্যই হোঁচট খেতে হবে। তাছাড়া এই জঙ্গলে এমন ভর্তিযুদ্ধ নিয়মিত বা রীতি হবে —এটাই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন হলো, জাতি বা দেশ কি এখান থেকে বের হবে না? জাতিকে একবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে অবশ্যই এখান থেকে বের হতে হবে। নইলে এমনিতে আমরা পিছিয়ে আছি। ভবিষ্যতে আরও পিছিয়ে পড়ব। তবে এটা সত্য যে, যতক্ষণ আমরা উপলব্ধি না করব একটি প্রকৃত শিক্ষানীতি এবং সরকারের প্রকৃত শিক্ষা প্রসার নীতি গড়ে তোলা হবে ততক্ষণে জাতি এখান থেকে বের হতে পারবে না। আর শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে ওঠার সঙ্গে রয়েছে অর্থনীতির যোগ। এজন্য এখন আমাদের বিশ্বের অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রয়োজনে আরও হাত পাতলে পাততে হবে। কারণ দারিদ্র্য দূরীকরণ যেমন দরকার, ভাল শিক্ষা তেমনি দরকার। সাক্ষরতায় কী হয় কেউ জানে না। তবে ভাল শিক্ষা দেশের অর্থনীতি গড়তে একান্ত প্রয়োজনীয়। এভাবে শিকড়ে হাত না দিলে প্রতিবছরই এমন সম্পাদকীয় লিখে যেতে হবে।